চুয়াডাঙ্গায় কোভিড-১৯ টিকা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের টিকা প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে রবিবার সারাদেশে একযোগে টিকা কার্যক্রম শুরু করা হয় ।

এর ধারাবাহিকতায় আজ সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা ভাইরাসের টিকাদান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়।

টিকা প্রদান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি ছেলুন জোয়ার্দার বলেন, টিকা দেওয়ার সব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমরাও আজ টিকা নিব। অ্যাপে নিবন্ধন না করা গেলেও কেন্দ্রে গেলে করোনা টিকা দেয়া হবে।

টিকা প্রদানের বিষয়ে এমপি ছেলুন জোয়ার্দার বলেন সারাবছর টিকা কর্মসূচি চলবে। কেউ টিকা না নিয়ে ফিরে যাবে না। টিকার পরবর্তী ব্যবস্থাও হাসপাতালগুলোতে নেয়া হয়েছে।

টিকা প্রয়োগে দেশের পরিস্থিত আবারও স্বাভাবিক হবে, আবারো মানুষের কাজের গতি ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন এমপি।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ও চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোঃ টোটন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান সহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে কর্মকর্তা গন।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান বলেন, সারা দেশে ১ হাজার ৫টি হাসপাতালে টিকা দেওয়া হচ্ছে। করোনার টিকা প্রদানের জন্য চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলায় ৫৯টি বুথ প্রস্তুত করা

হয়েছে। প্রতিটি বুথে দুই জন সিনিয়র ষ্টাফ নার্স, ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও একজন সহকারী মেডিকেল অফিসার থাকবে। প্রতিটি জেলা উপজেলায় নিয়মিত সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে টিকাদান কর্মসূচী।

উক্ত অনুষ্ঠানে কোভিড-১৯ ভেক্সিনেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধনকালে চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডাঃ এ এস এম মারুফ হাসান সহ বেশ কয়জন ভ্যাকসিন গ্রহন করছেন।

মেহেরপুরে উদ্বোধনীতে টিকা নিলেন জেলা প্রশাসক

মেহেরপুরসহ সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় রবিবার করোনা টিকা প্রয়োগের উদ্বোধন করা হয়েছে। সকাল ১০ টায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই টিকা প্রয়োগের উদ্বোধন করেন।

মেহেরপুরে দুপুর ১২ টার দিকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এমপি ভার্চুয়ালী করোনার টিকা প্রয়োগের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

উদ্বোধনকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি নিজেও আজকে করোনার টিকা গ্রহন করেছি। এখন আমি নিজেকে পুরোপুরি নিরাপদ অনুভব করছি। করোনাকে বিদায় জানাতে এই টিকা অত্যন্ত কার্যকরি। মেহেরপুরের সকলকেই টিকা নেওয়ার পরামর্শ দেন প্রতিমন্ত্রী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ড.রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্যসহ ভ্যাকসিন প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এর শরীরে প্রথম টিকা প্রয়োগ করে শুভ সূচনা করা হয়। তারপরেই টিকা নেন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র নার্স রোমারি রোজারিও।

প্রথম দিনে মেহেরপুর সদরে ২০ জনকে এই টিকা দেওয়া হবে। এ পর্যন্ত অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন করেছেন প্রায় ১২শ জন। মেহেরপুরের তিন উপজেলাতেই দেওয়া হচ্ছে টিকা।

প্রথম ধাপে ৬ হাজার জনকে দেওয়া হবে। আজ থেকে আগামী ১২ দিন এই টিকা প্রয়োগ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানান সিভিল সার্জন ড. নামির উদ্দিন।

মেহেরপুর জিনিয়াস স্কুলে শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য!

শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য করছে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের বেতন ও ভর্তি ফিসের জন্য চাপ প্রয়োগ না করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বার বার বলা হলেও কর্ণপাত করেনি জিনিয়াস স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুল বন্ধ থাকলেও অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে আবার কখনো বাসায় গিয়ে বার বার চাপ প্রয়োগ করে নেওয়া হয়েছে পুরো বেতন। এছাড়াও সেশন চার্জের নামে প্রায় ১৬’শ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জনপ্রতি নেওয়া হয়েছে ১৭’শ ৫০ টাকা করে। যার গাণিতিক অর্থ প্রায় ২৮ লাখ টাকা। এ নিয়ে অভিভাবকদের নানা অভিযোগ থাকলেও বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাধ্য না থাকলেও বাধ্য হয়েছেন সবাই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিলো তারপরও পুরো বেতন দিতে হচ্ছে আমাদের। একসাথে অনেক টাকা দিতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। তার উপর আবার বছরের শুরুতেই দিতে হচ্ছে ১৭’শ ৫০ টাকা সেশন চার্জ। টাকা কম নিতে বা মওকুফ করতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ করেও কোন লাভ হয়নি।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতি মাসে প্লে থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত বেতন নেওয়া হয় ৬’শ টাকা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৮’শ টাকা, ৫ম শ্রেণী ১ হাজার টাকা, ৬ষ্ট ও ৭ম শ্রেণী ৯’শ

টাকা, ৮ম শ্রেণী ১১’শ টাকা, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী ১২’শ টাকা। সব মিলিয়ে বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা আয় হয় বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল-আমিন ইসলাম বকুল। আন-নুর ফাউন্ডেশনের নামে চলছে বিদ্যালয়টি। যার সভাপতির দায়িত্বে আছেন আল-আমিন ইসলাম বকুল নিজেই।

আল-আমিন ইসলাম বকুল মেহেরপুর জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে বিতর্কিত সংগঠন জামায়াত ইসলামের সূরা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও তিনি মুজিবনগরের আন-নুর টেকনিক্যাল ও বিএম কলেজের প্রিন্সিপাল। তার স্ত্রী রিতা পারভিন বর্তমানে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে আছেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের। তবে স্কুলটির পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জামায়াত নেতা হলেও স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে বিভিন্ন সময় তিনি ক্ষমতাসীন দলের লোকজনকে স্কুল কমিটির সভাপতি বানিয়ে স্কুল পরিচালনা করছেন।

বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল সামসুর রহমান জানান, বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ৫৫ জন শিক্ষক পাঠদানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৬ হাজার ৫’শ টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের বেতন দেওয়া হয় প্রতি মাসে। স্কুলে যা আয় হয় তা স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে খরচ হয়ে যায়। তবে সামসুর রহমানের দেওয়া তথ্যের অমিল পাওয়া গেছে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই যদি হিসেব করা যায় খরচ বাদে আরও প্রায় ৫০ লাখ টাকা অতিরিক্ত থেকে যায়। এই টাকার পুরো অংশই যায় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল আমিন ইসলাম বকুলের পকেটে।

বিদ্যালয়ের উপার্জিত টাকার অংশ জামায়াত সংগঠনেও যায় বলে জানা গেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে জানা যায় প্রতি বছরই এককালীন চাঁদা হিসেবে দেয় লাখ লাখ টাকা। গত ২০২০ সালে ১২ ডিসেম্বর দিয়েছেন ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। যা বায়তুল মাল নামে রশিদের মাধ্যমে গ্রহন করেছে সংগঠনের ক্যাশিয়ার।

পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জানান, স্কুলটি আমাদের মেহেরপুরের সবার। স্কুলটি নষ্ট না করে সহযোগীতা করার আবেদন জানান। একই সঙ্গে সংবাদ না করারও আবেদন জানান।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান, কিছু দিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারি করার কথা ছিল, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটির

সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষার্থীদের বেতন ও সেশন চার্জ নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে। তবে এখনো পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা পাইনি। যার কারনে প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটি যেটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সে মোতাবেক স্কুল গুলো পরিচালনা হচ্ছে। তবে করোনাকালিন সময়ে এই ভাবে শিক্ষার্থীদের বেতন বা সেশন ফী’র জন্য চাপ না দিয়ে সদয় হওয়া উচিত।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আশিকুজ্জামান সবুজ পেশায় একজন ঠিকাদার। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলীর সন্তান। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানটি নিয়মের বাইরে চলছে বলে আমার মনে হয় না। সকল কিছু নিয়ম মেনেই করা হয়।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী এম সবেদ আলী বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে গতকাল শনিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা কলেজ চত্বর থেকে এক বিরাট মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে উপজেলা পরিষদ মঞ্চে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচন অতি নিকটে ।

এ নির্বাচনকে ঘিরে একটি চক্র নৌকার বিরুদ্ধে লেগেছে, নৌকার প্রার্থীর পিছনে লেগেছে। কিভাবে নৌকাকে হারানো যায়। ইতোমধ্যে আপনারা দেখেছেন নিজেরা অঘটন ঘটিয়ে দোষ আওয়ামী লীগের ঘাড়ে, নৌকার ঘাড়ে চাপানোর চেস্টা করছে।

রহমান পিন্টু, যুব লীগ নেতা আহসান উল্লাহ, সাজ্জাদুল হক স্বপন, ছাত্রলীগ এ্যাড. সালমুন আহম্মদ ডন, নয়ন সরকার, আশরাফুল ইসলাম, মৎসজীবী লীগের শাহাবুল হক, রেজাউল হক, বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, আবু সাইদ পিন্টু, আব্দুল হালিম মন্ডল ও ইয়াকুব আলী মাস্টার।

আলমডাঙ্গায় স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, ৬ মাসের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ি শাহি মসজিদ প্রাঙ্গণে স্কুল ছাত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। স্কুল ছাত্রীর চিৎকারে সাধারণ জনগণের হাতে ধোলাই এর শিকার পাইকপাড়া গ্রামের বিপুল। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হস্তক্ষেপে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের ১ সন্তানের জনক আব্দুল মান্নানের ছেলে বিপুল (২৭) দীর্ঘদিন যাবৎ একই ইউনিয়নের ঘোলদাড়ি গ্রামের ৭ম শ্রেণির স্কুল পড়ুয়া মেয়ে কে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রেম প্রস্তাব দিয়ে আসছে।

স্কুল ছাত্রী সকালে ঘোলদাড়ি বাজার প্রাঙ্গণে স্কুলে প্রাইভেট পড়তে যায়। প্রাইভেট পড়ে সকাল ৮ টার দিকে একা বাড়ি ফিরছিলো। তাকে একা পেয়ে বিপুল ঘোলদাড়ি ঐতিহ্যবাহী শাহি মসজিদ প্রাঙ্গণে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

স্কুল ছাত্রী চিৎকার দিলে এলাকাবাসী দ্রুত ছুটে আসে। লম্পট বিপুলকে আটক করে গণধোলাই দেয়। পরে স্থানীয়রা ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশের নিকট সোর্পদ করে।

স্কুল ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁড়ি পুলিশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি ঘোলদাড়ি বাজার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিপুলকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

জীবননগরের হাসাদাহে ভ্রাম্যমাণ আদালতের জরিমানা

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জানা যায়, জীবননগর উপজেলার হাসাদাহসহ এর নিকটবর্তী এলাকায় বেশ কয়েক মাস যাবত এলাকার স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি এলাকার আবাদি জমি নষ্ট করে বিভিন্ন ভাটায় মাটি বিক্রি করে আসছে।

আর এই মাটি কাটা ট্রাক্টরের বেপোরোয়া গতির কারণে প্রায় দুর্ঘটনার শিকার হয় সাধারণ মানুষ। এমনকি ট্রাক্টরের বেপোরোয়া গতির কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়ে।

যার কারণে গতকাল শনিবার বেলা ১২টার দিকে হাসাদাহ বাজারের সর্বসাধারণ ট্রাক্টরগুলোর গতিরোধ করেন । বিষয়টি জীবননগর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মুনিম লিংকনকে অবহিত করলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

বালি মহল বন্ধ অধ্যদেশ আইন ২০১০ এর আইনে আলম ব্রিক্সসকে নগদ ৫০ হাজার অনাদায়ে ১৫ দিনের জেল এবং একই অপরাধে হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের ৫নং ওয়ার্ড সদস্য শরিফুল ইসলামকে নগদ ৮০ হাজার অনাদায়ে ১ মাস জেল প্রদান করা হয় ।

পরে দণ্ড প্রাপ্ত উভয় ব্যক্তি তাদের জরিমানার টাকা নগদ পরিষদ করেন। এ বিষয়ে উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম মুনিম লিংনের কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান আমার এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

নির্বাহী অফিসারের এই ধরণের পদক্ষের কারণে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণসহ এলাকার সকলেই উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সাধুবাদ জানান।

ঝিনাইদহে র্যাবের অভিযানে বিভিন্ন কারখানায় ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আদায়

ঝিনাইদহ জেলায় র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ২ টি মিষ্টি কারাখানা, ১ টি বিস্কুট, কেক, পাউরুটি উৎপাদন কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ১ টি কসমেটিক্স গোডাউনে নকল কসমেটিক্স মজুত করায় চার জন অভিযুক্তের নিকট থেকে ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আদায় করেছে।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ৬ ফেব্রুয়ারি গতকাল শনিবার সকাল আনুমানিক ৯টা হতে ৪টা পর্যন্ত র্যাব-৬ এর অধিনায়ক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো: কামাল উদ্দিন এবং স্কোয়াড কমান্ডার সিনিয়র এএসপি সোহেল পারভেজ এর নেতৃত্বে ঝিনাইদহে একটি আভিযানিক দল এবং র্যাব ফোর্সের সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা ঢাকা এর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাদির শাহ ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ঝিনাইদহের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল ও ঝিনাইদহ ঔষধ প্রশাসনের সহকারী পরিচালক মো: রেহান হাসান এর সহযোগীতায় ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট এ অভিযান পরিচালনা করে।

২ টি মিষ্টি তৈরির কারাখানায়, ১ টি বিস্কুট, কেক, পাউরুটি উৎপাদন কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি উৎপাদন ও ১ টি কসমেটিক্স গোডাউনে নকল ও অনুমোদন বিহীন কসমেটিক্স মজুত করায় তাদেরকে ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

গোলাম মোস্তফা (৬৫) মোস্তফা কসমেটিক্সকে ৬০ হাজার টাকা, সুব্রত ঘোষ (৫৫) বাঘাট মিষ্টান্ন ভান্ডার কারখানাকে ৮০ হাজার টাকা, রবি ঘোষ (৩৬) ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডার কারখানাকে ১ লক্ষ ৫০

হাজার টাকা ও শেখ জামান আহম্মেদ (৩২) হীরা বেকারী এন্ড কারাখানাকে ৮০ হাজার টাকা প্রদান করতে হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট মামলা নং ১৭/২০২১, ১৮/২০২১, ১৯/২০২১ এবং ২০/২০২১ তারিখ ০৬/০২/২০২১।

এছাড়া উক্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণে ভেজাল খাদ্য সামগ্রী এবং নকল ও অনুমোদন বিহীন কসমেটিক্স সামগ্রী ধ্বংস করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ১৮৬টি ঘর হস্তান্তর করেছে প্রশাসন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কোল সম্প্রদায়ের শান্তিবালার সংসার চলে বাঁশ ও বেঁতের কাজ করে। রেললাইনের ধারে খুপড়ি ঘরে তিন ছেলেমেয়ে, স্বামী ও তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকতে হয় কোনরকমে।

মাঝে মাঝে রেললাইনের জায়গা উদ্ধার করার সময় মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় কখনওবা রেলস্টেশন, গাছতলা, কখনও বা অন্যের বাড়ির বারান্দায় থাকতে হয়।

আবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, আমি কখনো ভাবিনি জীবনে পাকা ঘরে শুতে পারবো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে আমি এখন সন্তানদের সাথে নিয়ে আমার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে পাকা ঘরে বসবাস করছি। যেন সুখের রাজ্যে আমাদের বসবাস।

অল্প টাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন শামীমা খাতুন। তিনিও তার মেয়েকে নিয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহারের ঘরে। স্বপ্নে না ভাবলেও, বাস্তবে ঘর পেয়েছেন। তাই খুশীতে আত্মহারা তিনিও।

কুষ্টিয়ার বিদায়ী জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেন বলেন, যেসব মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিলোনা, তাদের পাকা ঘরের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমান সরকার। এর মাধ্যমে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে এই বাংলাদেশ। আর এসব কেবল সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার কারণে।

জেলা প্রশাসক জানান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলাসহ তিন উপজেলায় ১৮৬টি ঘরের চাবি ইতোমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে। আরো ১৮০টি ঘর নির্মাণের কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে আমাদের জেলার ৬টি উপজেলায় ৪ হাজার ৯৯৫টি ঘর নির্মাণ করা হবে। এই উদ্যোগ মাইলফলক হয়ে থাকবে বলেও মনে করেন তিনি।

কালীগঞ্জে প্রবীনদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৬০ জন, শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার হাসপাতাল সড়কের প্রধান কার্য্যালযে প্রবীন হিতৈষী সংঘের পক্ষ থেকে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

কালীগঞ্জ প্রবীন হিতৈষী সংঘের সভাপতি আনছার আলী, মাস্টার সভাপতিত্বে উপজেলার ৬০ জন প্রবীন সদস্যদের মাঝে কম্বল তুলে দেন, প্রবীন হিতৈষী সংঘের সাধারন সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সদরউদ্দীন মিয়া।

এসময় উপস্তিত ছিলেন, প্রবীন সংঘের সিনিয়র সহ সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সেকেন্দার আলী, শুকুর আলী মাস্টার, আলীমুদ্দিন মাস্টার, জিল্লুর রহমান, বীরমুক্তিযোদ্ধা ইউনুস আলী গোলাম মোস্তফা, জয়নাল আবেদীনসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কম্বল পেয়ে খুশি সদস্যরা।

মেহেরপুরে কাল থেকে করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু

কাল থেকে শুরু হচ্ছে জেলায় জেলায় করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগ। মেহেরপুরে করোনা টিকা নিতে অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন করেছে এ পর্যন্ত ১১শ ৯০ জন। এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ৭শ ৭৮, গাংনীতে ৩শ ৩ ও মুজিবনগরে ১শ ৯ জন।

তবে এই রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলমান আছে বলে জানান সিভিল সার্জন ডা নাসির উদ্দিন। আগামীকাল রবিবার সকাল ১০টায় প্রতিটি জেলায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে একযোগে করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগের উদ্বোধন করবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. জাহিদ মালেক।

মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ইতিমধ্যে পৌঁছাছে করোনার ভ্যাকসিন। কাল থেকে প্রয়োগ করা হবে। ১৬টি বুথে জনবলসহ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গাংনীতে ৩টি বুথে, মুজিবনগরে ৩টি বুথে ও মেহেরপুর সদরে ১০টি বুথে দেওয়া হবে ভ্যাকসিন। মেহেরপুরে ৬ হাজার জনকে প্রথম ধাপে ভ্যাকসিন প্রয়োগের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

মেপ্র/এমএফআর